পৃষ্ঠাসূচি

বড়িশা সাবর্ণ রায়চৌধুরীবাড়ি ১১
আন্দুল রাজবাড়ির ১২
বিষ্ণুপুর রাজবাড়ি ১৩
কাশিমবাজার রাজবাড়ি ১৬
কুচিয়াকোল রাজবাড়ি ১৮
কোচবিহার রাজবাড়ি ২০
কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি ২২
চকদিঘী রাজবাড়ি ২৪
জাড়া রাজবাড়ি ২৬
জনাই রাজবাড়ি ২৮
হেতমপুর রাজবাড়ি ২৯
মহিষাদল রাজবাড়ি ৩০
ময়নাগড় রাজবাড়ি ৩২
নাড়াজোল রাজবাড়ি ৪১
শোভাবাজার রাজবাড়ি ৪৩
শেওড়াফুলি রাজবাড়ি ৪৫
শ্রীরামপুর রাজবাড়ি ৪৫
৪৭ জনাই বাকসা গ্রামের মিত্রবাড়ি
৪৮ শিবপুর রায়চৌধুরীবাড়ি
৪৯ দশঘড়া রায়বাড়ি
৫০ গুসকরা চোংদারবাড়ি
৫১ আঁটপুর মিত্রবাড়ি
৫১ আমাদপুর জমিদার চৌধুরীবাড়ি
৫২ বড়শুল দে-বাড়ি
৫৩ আঁটপুর ঘোষবাড়ি
৫৪ কৃষ্ণনগর রায়বাড়ি
৫৫ গুসকরা মাঝিবাড়ি
৫৬ সুখারিয়া মিত্র মুস্তাফিবাড়ি
৬৫ বোলপুর রায়বাড়ি
৬৬ আঁটপুর দাসবাড়ি
৬৭ চুঁচুড়া বড় শীলবাড়ি
৬৮ শ্রীপুর মিত্র মুস্তাফিবাড়ি
৬৯ গুসকরা মন্ডলবাড়ি
৭০ হুগলি মল্লিকবাড়ি

গুসকরা পাত্রবাড়ি ৭১
পাহাড়হাটীর দত্তবাড়ির দ্বিভূজা দূর্গা ৭২
জনাই বাকসা গ্রামের সিংহবাড়ি ৭৩
মৌখিরা জমিদার রায়বাড়ি ৭৪
কালিকাপুর রায়বাড়ি ৭৪
সুরুল সরকারবাড়ি ৭৬
ঠনঠনিয়া দত্তবাড়ি ৭৮
রানী রাসমনির বাড়ি ৮০
কোতুলপুর ভদ্রবাড়ি ৮৯
শ্রীরামপুর গোসাইবাড়ি (বুড়িমা) ৯১
গুপ্তিপাড়া সেনবাড়ি ৯৩
হাটসেরান্ডি গ্রামের পটের দুর্গা ৯৪
বেহালার সোনার দুর্গা ৯৬
সুভাষ গ্রামের ঘোষবাড়ির অর্ধ কালো অর্ধ হলুদ রঙের দুর্গা ৯৮
ক্যানিং ভট্টাচার্য্য-বাড়ির কৃষ্ণবর্ণের দুর্গা ৯৯
মাখলার ভট্টাচার্য্য বাড়ির লাল দুর্গা ১০১
কৃষ্ণনগর চট্টোপাধ্যায় বাড়ির নীল দুর্গা ১০২
দমদম দেব বর্মণবাড়ির দুর্গার সাথে থাকেন অষ্টভূজা লক্ষ্মী সরস্বতী ১০৩
বৈদ্যবাটি চৌধুরীবাড়ির দুর্গার সাথে থাকেন কৃষ্ণ ১১৩
বৈঁচি গ্রামের দাঁ-বাড়ির দুর্গা একটি বাচ্চা ছেলের হাত ধরে থাকেন ১১৪
দশঘড়া বিশ্বাসবাড়ির চতুর্ভুজা দুর্গা ১১৫
পুরুষোত্তমপুর ভট্টাচার্য্য বাড়ির অষ্টাদশভূজা দুর্গা ১১৭
রাধাকৃষ্ণপুর চক্রবর্তী বাড়ির অষ্টাদশভূজা দুর্গা ১১৮
সুরুলের গোস্বামীবাড়ির দেওয়ালী দুর্গা ১১৯
হেতমপুর মুন্সিবাড়ির কাঠের দুর্গা ১২০
খোয়াই বনের (সোনাঝুরির) দুর্গাপুজো ১২১

গুপ্তিপাড়া সেনবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা ও হটিসেরাঙি গ্রামের দুর্গাপট

হাটসেরান্ডি গ্রামের পটের দুর্গা

বীরভূমের কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন গ্রাম হাটসেরান্ডি। বেশ কিছু বর্ধিষ্ণু পরিবারের বসবাস সেখানে। সারা গ্রামে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটা টেরাকোটার মন্দির। গ্রামের প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ঘরে হয় দুর্গাপুজো। বেশির ভাগ বাড়ির ঠাকুরদালান বা ঠাকুরঘর রয়েছে দুর্গাপুজোর জন্য। আর আছে পালকি। যাতে করে নবপত্রিকা বিসর্জন যায়। আজও এই গ্রামের আট-দশ ঘরে পটের দুর্গাপ্রতিমার পুজো হয়।

এক অষ্টমীর সকাল। শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে প্রান্তিক রেল স্টেশনের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে গাড়ি ছুটে চলে বোলপুর-পালিতপুর বাসরুট ধরে। কালো পিচের রাস্তা, দু'পাশে শিশিরে ধোয়া সবুজ ধানখেত, কোথাও ধানখেতের মাঝে হাওয়ায় দোলা খাচ্ছে কাশফুল। মাথার ওপর নীল আকাশ, আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। মাঝে মাঝে কানে আসছে দুর কোনও গ্রামে দুর্গাপুজোর ঢাকের বাজনা। এইরকম এক মোহময় পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রায় পৌনে একঘণ্টা গাড়িতে এসে পৌঁছলাম হাটসেরান্ডিতে। এ এক ছায়া সুনিবীড় শান্তির নীড়ে ভরা গ্রাম।

গ্রামে ঢোকার মুখেই রয়েছে লাল শালুক ফুলে ভরা পুকুর। বেশ পুরনো কিছু পাকা বাড়ির পাশাপাশি মাটির দোতলা বাড়ি, ধানের গোলা, পোড়ামাটির মন্দির। পটের প্রতিমা দেখার আগ্রহ নিয়ে আসি, কিন্তু যা দেখছি তা সত্যিই বিস্ময়ের। বিশাল বড় বড় পটে আঁকা দুর্গাপুজো হচ্ছে বাড়ির ঠাকুরদালানে। নানা রঙে রঞ্জিত দেবীর পট দেখার মতো। উপসিত পট সারা বছর থাকে বাড়িতে, আগামী বছরের পট আঁকা হওয়ার পর বিজয়া দশমীতে বিসর্জিত হয় গত বছরের দেবী পট।

গ্রামের একজনের কাছে শুনলাম কীভাবে পট তৈরি হয়। পটের প্রতিমা আঁকা হয় মাটির একচালা প্রতিমার যেরকম চালা হয় সেইরকম চালার ওপর। এটি

রাধাকৃষ্ণপুর চক্রবর্তী বাড়ির অষ্টাদশভুজা ও সুরুলের গোস্বামীবাড়ির দেওয়ালি দুর্গার
ও হেতমপুর মুন্সিবাড়ির কাঠের দুর্গাপ্রতিমা

নিয়ে দশভূজা মা দুর্গা সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে অসুর নিধন করছেন। গণেশ ও কার্তিক রয়েছেন নিচেতে। প্রত্যেক দেবদেবীকে সাজানো হয়েছে সোনা রুপোর অলংকারে।

এখানে নবপত্রিকার পুজো হয় না। এই বাড়ির পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। তাই মায়ের পুজোয় কোন পশু বলিও হয় না। সন্ধিপুজোয় মাসকলাই বলি দেওয়া হয়। মাকে কোনও অন্নভোগ দেওয়া হয় না। মায়ের ভোগে থাকে চিড়ে, লুচি, সুজি, ফল, মিষ্টি।

শান্ত, নিরিবিলি পরিবেশে পরিবারের কয়েকজনের সাথে আমরাও দেখছি মায়ের পুজো। পরিবারের আতিথেয়তায় আমরাও যেন পরিবারের সদস্য। নিষ্ঠা ভরা পুজোর শেষে আমরাও মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করি। এ এক পরম প্রাপ্তি। পরিবারের সকলে অনুরোধ করেন আবার আসার জন্য। মায়ের সামনে শান্ত দালানে বসে ভাবছি আর কোনদিনও আসা হবে কিনা। ভগবতী দুর্গার স্থায়ী প্রতিমা। সারাবছর নিত্য পূজো হয় তাই দশমীর পুজোর পর কেবল ঘট বিসর্জন দেওয়া হয়।

হেতমপুর মুন্সিবাড়ির কাঠের দুর্গা

বীরভূম জেলার হেতমপুরের মুন্সি বাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন কুচিল চন্দ্র সেন। আজ থেকে প্রায় পৌনে তিনশো বছর আগের কথা। কুচিল চন্দ্র সেন ছিলেন রাজনগর রাজপরিবারের মুন্সেফ। ওই কাজের জন্য তিনি 'ঈশান মুন্সি' নামে পরিচিত হন। কাজের সূত্রে বোলপুরের কাছে সাত্তোর গ্রামে তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে হেতমপুরে এসে বসবাস শুরু করলেন। তৈরি হল নতুন বাসভবন সঙ্গে ঠাকুরদালান। ওই ঠাকুরদালানে আজও ঈশান মুন্সির শুরু করা দুর্গাপুজো হয়ে চলেছে।